দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 FEB 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ০৫

নানা অনুষ্ঠানে বুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আড্ডা, স্মৃতিচারণ, গান, নাচ, পুরস্কার বিতরণী, সম্মাননা প্রদানসহ নানা আয়োজনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘদিন পর সহপাঠী-বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন অনেকেই। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সাবেক শিক্ষার্থীরা। পুরনো দিনের স্মৃতি স্মরণ করে কখনো হেসেছেন—কখনো বিমর্ষ হয়েছেন।

বুয়েট কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে গতকাল শুক্রবার দিনভর এ পুনর্মিলনীর আয়োজন করে অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এলামনাই। পুনর্মিলনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী অভিজিৎ রায়ের হত্যার ঘটনায় প্রতিবাদ ও শোক জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক খালেদা একরাম গতকাল সকাল ১১টার দিকে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বুয়েটের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এম এইচ খান বলেন, প্রকৌশল শিক্ষায় বুয়েট বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব অঙ্গনেও সুনাম কুড়িয়েছে। এ সুনাম সৃষ্টিতে সাবেক শিক্ষার্থীদের অবদান রয়েছে। আবার বর্তমান শিক্ষার্থীরা বিশ্ব অঙ্গনে বাংলাদেশ ও বুয়েটকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার আনছে। এ সুনামের বড় কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণায় একাগ্রতা এবং মানবিক গুণাবলীর বিকাশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এ চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। দেশের জন্য, মানুষের জন্য প্রকৌশলীদের কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বুয়েটকে এগিয়ে নিতে এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, সভ্যতার বাহক প্রকৌশলী অভিজিৎ মারা গিয়েছেন, কিন্তু আমরা বেঁচে আছি। আমরাই এই খুনি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো। বাংলাদেশে দানবের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ দেশকে রক্ষা করতে হলে এদের মোকাবেলা করতে হবে। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রকৌশলীদেরকে টেকসই সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক খালেদা একরাম বলেন, অগ্রগতির ধারায় রয়েছে বুয়েট। কিছু সমস্যা থাকলেও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমরা এগুচ্ছি। অ্যাসোসিয়েশন অব বুয়েট এলামনাইয়ের সভাপতি অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন— ছাত্রকল্যাণ পরিষদের পরিচালক অধ্যাপক মো. দেলোয়ার হোসেন, এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী ড. সাদিকুল ইসলাম ভূঁইয়া, পুনর্মিলনী আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক মুনিরুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ২০১৪ সালে বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা স্মারক দেয়া হয়। এছাড়া দিনব্যাপী স্মৃতিচারণ, খেলাধুলা, আড্ডা, নকশা ও চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী শেষে রাত ১০টার দিকে শেষ হয় সাবেক শিক্ষার্থীদের এ মিলনমেলা।